যুগান্তর

তারিখ 29 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষার ভর্তিযুদ্ধ

যথেষ্ট কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের পথও সুগম হবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে এ বছর মোট ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী পাস করেছেন। এর মধ্যে সব বোর্ড মিলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬১ হাজার ১৬২। আর জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৩৮২। সব মিলিয়ে এ বছর পাস করা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৪ জন শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এর সঙ্গে যোগ হবেন গতবারের ভালো বিষয় না পেয়ে পুনরায় ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু কিছু শিক্ষার্থী। অর্থাৎ এবারের ভর্তিযুদ্ধে অন্তত ৬ লাখ শিক্ষার্থী বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মেধা ও মেধায় একে অপরের মোকাবেলা করবে। দেশের ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউট মিলে আসন সংখ্যা ৪৪ হাজারের মতো। মূলত প্রতিবছরের মতো এবারের ভর্তিযুদ্ধও উল্লিখিত আসন সংখ্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। উল্লেখ্য, উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন রয়েছে ৪ লাখ ২ হাজার। এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রায় ৪০ হাজার আসন রয়েছে। অন্যদিকে অনুমোদিত ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ৬০ হাজার। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বেশি হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগেই চলছে নানারকম অনিয়ম আর অনাচার। প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির পর বাণিজ্যধারায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি ও পরিবেশ যা-ই হোক না কেন, টাকে যথেষ্ট পরিমাণ কড়ি না থাকলে সেখানে ছাত্রত্ব অর্জন করা যায় না। ইউরোপ-আমেরিকার অনুকরণে গালভরা নানা নামের সেমিস্টার আর কোর্সের আড়ালে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে বিপুল অংকের টাকা।

দেশে পাসের হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তবে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে যেমন নজর দেয়া হয়নি, তেমনি মনোযোগ দেয়া হয়নি পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকেও। বর্তমান যুগ হচ্ছে শিল্প ও প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে যে জাতি যতটা প্রাধান্য দিয়েছে, উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় তারা ঠিক ততটাই এগিয়ে গেছে। দেশে যথেষ্ট কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের পথও সুগম হবে। ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেয়া জরুরি। দেখা যায়, আজকাল বিসিএস থেকে শুরু করে ছোট হোক, বড় হোক যে কোন ধরনের নিয়োগ পরীক্ষা অথবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে। গত বছর মেডিকেল কলেজের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকার খবরও প্রকাশ পেয়েছিল। জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে শুরু করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রায়ই উঠছে। এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য সরকারের উচিত যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া।